যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১ পিএম

শেষ পাতা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন: চাকসু

ইশতেহারে অগ্রাধিকার আবাসন ও পরিবহণ সংকট নিরসন

রেফায়েত উল্যাহ রূপক, চবি
প্রকাশ: ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

দেশের চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)। আয়তনে সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় হলেও নানামুখী সংকট রয়েছে এখানে। ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর এই বিদ্যাপীঠে সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবহণ ও আবাসন স্বল্পতা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধাপে ধাপে বিভাগ, ইনস্টিটিউট, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। তবে সে অনুপাতে বাড়েনি আবাসন সুবিধা। ফলে এখনো বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে থাকতে হচ্ছে হল বা হোস্টেলের বাইরে। আবাসিক সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে শুধু বঞ্চিতই হচ্ছেন না, অনেক ভোগান্তি পোহাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম শাটল ট্রেন। টিউশন ও সুবিধা বিবেচনায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই থাকেন শহরে। বাস না থাকা ও শিডিউল স্বল্পতায় তাদের ট্রেনে ‘গাদাগাদি’ করে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া বাইরের বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও মেয়ে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের বিড়ম্বনায় পড়ার ঘটনা শোনা যায় প্রায়ই। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত এবারের চাকসু নির্বাচনে এসব সংকট নিরসনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা।

চাকসু, হল ও হোস্টেল সংসদের ভোটার তালিকা অনুযায়ী চবিতে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭,৫১৮ জন। তালিকাভুক্তদের মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১১ হাজার। পুরুষ ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। এখানে ছেলেদের হলে আছে ৩৬৮৭টি আসন, মেয়েদের হলে আছে ২৬৪১টি আসন। হলগুলোতে আবার অনেকগুলো রুম বসবাসের অনুপযোগী। সংখ্যার হিসাবে মাত্র ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাচ্ছেন আবাসিক সুবিধা। মেয়েদের হলে ডাবলিংয়ের সুযোগ থাকায় সক্ষমতার চেয়ে প্রায় ৫-৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বেশি থাকছেন।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা রয়েছে ৪৪ শতাংশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ শতাংশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৯ শতাংশ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ শতাংশ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৩৩ শতাংশ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৩ শতাংশ। গড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৪০ শতাংশ আবাসন সুবিধা রয়েছে। এদিকে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস সার্ভিস থাকলেও চবিতে শিক্ষার্থীদের জন্য নেই বাস সুবিধা। ক্যাম্পাসে চক্রাকার বাস চালুর দাবি থাকলেও তা হয়নি। নতুন প্রশাসন ই-কারের ব্যবস্থা করলেও সেটি চক্রাকারে চালু করা যায়নি। প্রতিদিন ৯ জোড়া ট্রেন শহর থেকে ক্যাম্পাসে

যাতায়াত করে। আর ছুটির দিনে ৩ বার আসা-যাওয়া করে ট্রেন। শাটল ট্রেনের শিডিউল স্বল্পতা, বিপর্যয়, নিরাপত্তা সংকট, বিকল্প রাস্তা না থাকাসহ নানামুখী সমস্যার কারণে ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ২৬টি পদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক এবং সহসম্পাদক। যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে ১৭ জন এবং সহসম্পাদক পদে ১৪ জন প্রার্থী লড়ছেন।

যা থাকছে ইশতেহারে : ১৩টি প্যানেলের ইশতেহারে পরিবহণ ও আবাসন সংকট নিরসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া ডেমু ট্রেনের জায়গায় নতুন শাটল ট্রেন চালু করা, বিদ্যমান শাটল ট্রেনগুলোতে বগি বৃদ্ধি; শাটল ট্রেনের লাইট, ফ্যান ঠিক করা এবং নিয়মিত চেকিংয়ে রাখা; নিয়মিত নিরাপত্তাকর্মী থাকা নিশ্চিত করা, ট্রেনে সম্পূর্ণ বহিরাগতমুক্ত রাখা, শিডিউল বিপর্যয়ের স্থায়ী সমাধান, শাটল ট্র্যাকার অ্যাপ চালু, ১নং গেট থেকে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু, ই-কারের সংখ্যা বাড়ানো, শহর থেকে ক্যাম্পাসে নির্দিষ্ট শিডিউলে শাটল বাস সার্ভিস চালু, সিন্ডিকেটে পাশ হওয়া ১০টি হল নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনকে বাধ্য করা, নতুন হল নির্মাণের বাজেট আসার আগেই অস্থায়ী টিনশেড ভবন নির্মাণ করে কয়েকটি হল চালু করা, বিদ্যমান হলগুলোকে সম্প্রসারণ করে আবাসনের ব্যবস্থা করা, ক্যাম্পাসের পরিত্যক্ত প্রত্যেকটি ভবনকে আবাসন উপযোগী করে আসন বরাদ্দ দেওয়া, অপরিকল্পিত সোহরাওয়ার্দী হল ও মেয়াদোত্তীর্ণ শাহজালাল হল পুনর্নির্মাণের জন্য প্রশাসনকে বাধ্য করা, আবাসন ভাতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয় থাকছে।

যা বলছেন প্রার্থীরা : ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী মো. ইসহাক ভূঞা বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে ১০টি হল নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন এবং নতুন হল নির্মাণের বাজেট আসার আগেই অস্থায়ী টিনশেড ভবন নির্মাণে উদ্যোগ নেব। সেই সঙ্গে শাটল বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে কাজ করব।’

ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থী সায়েম উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘সব সমস্যার সমাধান এক বছরে সম্ভব না হলেও, যোগাযোগ ও আবাসন ব্যবস্থায় সংস্কার ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করাই আমার অঙ্গীকার। প্রতিবছর অন্তত ২টি নতুন হল নির্মাণে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা এবং সিট

বণ্টনে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে আমার কাজ।’

ভয়েস অব সিইউ প্যানেলের প্রার্থী আশিকুর রহমান বলেন, ‘আমার মূল লক্ষ্য হবে হলের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ভাতা চালু করা। পাশাপাশি ক্যাম্পাসসংলগ্ন কর্টেজ ও বাসার ভাড়া নিয়ন্ত্রণে হাউজিং নীতিমালা প্রণয়ন করা।’